66909 - রোজার হুকমে তাকলফি বা শরয়ি দায়ত্বিরে প্রকারভদে

প্রশ্ন

রোজার হুকমে তাকলফি বা শরয়ি দায়ত্বিরে প্রকারগুলো কি কি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যে কোন ব্যক্তরি উপর ইসলামরে শরয়ি দায়ত্বি ৫ ভাগে বভিক্ত। (১) ওয়াজবি (অবশ্য পালনীয়) (২) হারাম (অবশ্য পরহিার্য্য) (৩) মুস্তাহাব্ব (যা পালন-করা শ্রয়ে) (৪) মাকরূহ (যা পরহিার করা শ্রয়ে) (৫) মুবাহ (যা পালন করা বা পরহিার করা উভয়টা সমান)। এই ৫ টি হুকুমরে প্রত্যকেটি রোজার ক্ষত্রেে প্রযোজ্য। পাঁচটি হুকুমরে প্রত্যকেটরি খুঁটনিাটি আমরা এখানে আলোচনা করতে যাব না। বরং সংক্ষপেে যতটুকু উল্লখে করা যায় সে চষ্টো করব। এক: ওয়াজবি (ফরজ) রোজা

(১) রমজানরে রোজা

(২) রমজানরে কাযা রোজা

(৩) কাফ্ফারার রোজা (ভুলক্রমে হত্যার কাফ্ফারা, জহিাররে কাফ্ফারা, রমজানে দনিরে বলোয় স্ত্রী সহবাস করার কাফ্ফারা, শপথ ভঙ্গরে কাফ্ফারা)

(৪) মুতামাত্তে হজ্জ আদায়কারীর রোজা; যদি তনিি কোরবানী করার সামর্থ্য না রাখনে। এর দলীল হচ্ছ- আল্লাহ তাআলার বাণী:

((فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ)) 196 : البقرة 2]]

“তখন যে ব্যক্তি হজ্জরে সাথে উমরার সুবধিাও ভোগ করবে, সে (আল্লাহর উদ্দশ্যে পশে করবে) যে কুরবানী সহজলভ্য হয়।”[২ আল-বাক্বারাহ : ১৯৬]

(৫) মান্নতরে রোজা

দুই: মুস্তাহাব রোজা

(১) আশূরার রোজা

(২) আরাফার দিনের রোজা

(৩) প্রতি সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবারের রোজা

(৪) প্রতি মাসে তিনদিন রোজা রাখা

(৫) শাওয়াল মাসে ছয় রোজা

(৬) শাবান মাসের অধিকাংশ দিন রোজা রাখা

(৭) মুহার্‌রম মাসে রোজা রাখা

(৮) একদিন রোজা রাখলে, পরের দিন না-রাখা। এটি (নফল) রোজা রাখার সর্বোত্তম পদ্ধতি।

উপরে উল্লেখিত রোজাগুলোর বিধান হাসান ও সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এবং এই ওয়েবসাইটে এগুলোর ব্যাপারে আলোচনা রয়েছে।

তিন: মাকরূহ রোজা

(১) শুধু শুক্রবারে রোজা রাখা। দলীল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী:

لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده) متفق عليه)

"আপনারা শুক্রবারে রোজা রাখবেন না। শুক্রবারে রোজা রাখতে চাইলে সাথে আগের দিন অথবা পরের দিনও রোজা রাখবেন।" [সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

(২) শুধু শনিবারে রোজা রাখা।দলীল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী:

((لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ
(. رواه الترمذي (744) وحسَّنه وأبو داود (2421) وابن ماجه (1726) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (960

"আপনারা ফরজ রোজা ছাড়া শনিবারে কোন রোজা রাখবেন না। এমনকি আপনাদের কেউ যদি (খাওয়ার জন্য) আঙ্গুর গাছের

বাকল বা গাছরে কাণ্ড ছাড়া অন্য কছিু না পায় তা সত্ত্বওে।''[হাদসিটি বর্ণনা করছেনে ইমাম তরিমযিী (৭৪৪) এবং হাদসিটকিে হাসান আখ্যায়তি করছেনে; আবু দাউদ (২৪২১), ইবনে মাজাহ (১৭২৬) এবং আলবানী তাঁর 'ইরওয়াউল গালীল'(৯৬০) গ্রন্থে হাদসিটকিে সহীহ আখ্যায়তি করছেনে।]

ইমাম তরিমযিী বলনে:

"মাকরূহ হওয়ার অর্থ হলো- কোন ব্যক্তরি সুনর্দিষ্টভাবে শনবিারে রোজা রাখা। কারণ ইহূদীরা শনবিারকে বশিষে মর্যাদা দয়ে।" (সমাপ্ত)

চার: হারাম রোজা

(১) ঈদুল ফত্বির, ঈদুল আযহা ও তাশরীকরে দনিগুলোতে রোজা রাখা। তাশরীক এর দনি হলো- ঈদুল আযহার পররে তনিদনি। (১১, ১২ ও ১৩ জলিহজ্ব)

(২) সন্দহেরে দনি রোজা রাখা

সন্দহেরে দনি: ৩০ শে শাবান; আকাশে মঘে থাকায় যদি সদেনি নতুন চাঁদ দখো না যায় তবে সদেনিকে সন্দহেরে দনি বলা হয়। আর যদি আকাশ পরষ্কিার থাকে তবে এতে সন্দহেরে কছিু থাকে না।

(৩) হায়জে ও নফিাস অবস্থায় রোজা রাখা।

পাঁচ: মুবাহ রোজা

যে রোজা উপরে উল্লখেতি চার প্রকাররে কোন প্রকাররে অন্তর্ভুক্ত নয়। এখানে মুবাহ (বধৈ) হওয়া দ্বারা উদ্দশ্যে হলো- যে দনিরে রোজা রাখার ব্যাপারে সুনর্দিষ্ট কোন আদশে বা নষিধে বর্ণতি হয়নি। যমেন মঙ্গল ও বুধবারে রোজা পালন। যদওি সাধারণভাবে যে কোন সময় নফল রোযা রাখা মুস্তাহাব ইবাদত।

দখেুন: আল-মাওসুআহআল-ফক্বিহয়িযাহ (ফক্বিহী বশি্বকোষ) (২৮/১০-১৯), আশ-শার্হুল- মুমতি'আহ (৬/৪৫৭-৪৮৩)

আল্লাহই সবচয়েে ভাল জাননে।